**৭, ৮, ৯ ও ১০ বীর এর জাতীয় পতাকা (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিআইআরসি, রাজশাহী, রবিবার, ১৯ ফাল্গুন ১৪২৫, ৩ মার্চ ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ,

সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, উপস্থিত সৈনিকবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

রাজশাহী সেনানিবাসে আজ ৭, ৮, ৯ ও ১০ বীর এর জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর রূপকার, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, জাতীয় চার নেতা ও ৩০ লাখ শহিদকে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সালাম। স্মরণ করছি, এই রেজিমেন্টের যে সকল সদস্য জাতীয় প্রয়োজনে দেশে ও দেশের সম্মানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের ।

**সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,**

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর নির্দেশেই ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি।

তিনি ১৯৭৪ সালেই একটি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী এ প্রতিরক্ষা নির্দেশনার আলোকেই সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশ ও দেশের বাইরে এক সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে।

**বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সদস্যবৃন্দ,**

পদাতিক বাহিনীর গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাশাপাশি পদাতিক বাহিনীর দ্বিতীয় রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আমরাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছি। ১৯৯৯ সালে আমি বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট গঠনের ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করি।

২০০১ সালের ২১-এ এপ্রিল আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট এর পতাকা উত্তোলন করি। ২০১১ সালে আমি এ রেজিমেন্টকে মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পতাকা প্রদান করি। এই রেজিমেন্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রেজিমেন্ট।

বর্তমানে এই রেজিমেন্টে ২টি প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়নসহ মোট ৪৩টি ইউনিট রয়েছে। এ রেজিমেন্টের সদস্যগণ দেশ ও দেশের বাইরে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। এ সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে আপনারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

**প্রিয় অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,**

পতাকা হল জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক। তাই পতাকার মান রক্ষা করা সকল সৈনিকের পবিত্র দায়িত্ব। জাতীয় পতাকা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যে কোন ইউনিটের জন্য একটি বিরল সম্মান ও গৌরবের বিষয়।

আজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক ‘জাতীয় পতাকা’ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এই সম্মান ও গৌরব অর্জন করায় আমি ৭, ৮, ৯ ও ১০ বীর’কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কর্মদক্ষতা, কঠোর অনুশীলন এবং কর্তব্য নিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে যে পতাকা আজ আপনারা পেলেন, তার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আপনারা সব সময় প্রস্তুত থাকবেন।

সেনাবাহিনী তার মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি সবসময়ই জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। দীর্ঘ প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ তদারকি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্প, ফেনী জেলায় মহিপাল ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার আপনাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনছে সম্মান ও মর্যাদা, যা বহিঃর্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে।

**সুধিমন্ডলী**,

একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। এজন্য ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় সেনাবাহিনীতে নতুন নতুন পদাতিক ডিভিশন, ব্রিগেড, ইউনিট ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা সেনাবাহিনীতে তিনটি নতুন ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি।

প্রথমবারের মত বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড গঠন করা হয়েছে। দেশের আকাশ প্রতিরক্ষাকে আরও সুসংহত করতে সংযোজিত হয়েছে এমএলআরএস এবং মিসাইল রেজিমেন্ট। অত্যাধুনিক বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, হেলিকপ্টার, আর্টিলারি গান এবং মর্ডান ইনফ্যান্ট্রি গেজেট ইত্যাদি সংযোজন করে সেনাবাহিনীর আভিযানিক সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছি।

সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও আবাসনসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা উন্নত ও বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেনাসদস্যদের রেশন স্কেল বৃদ্ধি করেছি। সেনাসদস্যদের দুস্থ ভাতা ও ক্ষতিপূরণ অনুদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছি। সেনাবাহিনীর জেসিওর পদকে ২য় শ্রেণি থেকে ১ম শ্রেণি এবং সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক কল্যাণমুখী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

আমরা নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেনাবাহিনীতে ২০১০ সালে সর্বপ্রথম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে নারী অফিসার ও ২০১৩ সালে সর্বপ্রথম নারী সৈনিক ভর্তির যুগান্তরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর একজন নারী ডাক্তারকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের নারী কর্মকর্তাকে লেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি প্রদান ও ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত মহিলা পাইলট সংযোজন একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নারী অফিসার প্রথম নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন।

বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টারের প্রশিক্ষণ, প্রশাসন, আবাসনসহ একটি আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে গড়ে তুলতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বর্তমান ট্রেনিং ও প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধির আরও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**সুধিমন্ডলী,**

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আমরা ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছি। আমরা সমুদ্রসীমা জয় করেছি। সীমান্তে বিরোধ নিস্পত্তি করে আমরা ছিট মহলের সমস্যার সমাধান করেছি। জলে, স্থলে ও আকাশ সীমায় বর্তমানে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের গণতান্ত্রিক ধারা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চতুর্থ বারের মত এবং একটানা তৃতীয় বার সরকার গঠন করার সুযোগ পাওয়ায় আমি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের সরকার শাসক হিসেবে নয়, জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়।

জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়েছি। বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সেনাবাহিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ দেশের সম্পদ, দেশের মানুষের ভরসা ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। তাই পেশাদারিত্বের কা**ঙ্ক্ষিত** মান অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে হবে। পবিত্র সংবিধান এবং দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক যে কোন হুমকি মোকাবিলায় সদাপ্রস্তুত থাকতে হবে।

আজ একটি সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ উপহার দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশেষে আমাকে এই মহতি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেনাবাহিনী প্রধান এবং পাপা বীর’কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...